البعوض و الإنسان

مصطفى لطفي المنفلوطي

মশা ও মানুষ

মুস্তাফা লুত্বফী আল-মানফালূতী

জীবন বৃত্তান্ত ঃ-

মুস্তাফা বিন মুহাম্মদ লুত্বফী মিশরের উচ্চ ভূমির মানফালূত শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। এই কারণে তিনি আল-মানফালূতী নামে পরিচিত। তিনি তার গ্রামের মক্তব হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে কাহিরায় স্থানান্তরিত হন ও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে দীর্ঘ দশ বছর ভাষা ও ধর্মীয় বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুহুর সান্নিধ্য লাভ করেন ও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট আত্মিক নবজাগরণের দীক্ষা লাভ করেন ও একই সঙ্গে জ্ঞান চর্চা, সমাজ ও সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। পরে মানফালূতে ফিরে এসে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন ও আল মু আইয়্যাদ পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। এই ভাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের অন্তরে তাঁর এমন প্রভাব ছিল যা তাঁকে পুনরায় কায়রো শহরে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে তিনি লেখনি, অনুবাদ ও সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন।

আল-মানফালূতী জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সা'দ যাগলূলের সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সা'দ যাগলূল যখন নির্বাসণ হতে ফিরে আসেন তখন তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে ও পরে ন্যায়মন্ত্রনালয়ে লেখনির কাজ অর্পণ করেন। অতঃপর তিনি উক্ত পদ হতে ইস্তফা দিয়ে দেশবাসির সম্মুখে করুণা ও স্বাধীনতার পত্রিকা উপস্থাপন করে লেখনি ও সাংবাদিকতায়

ফিরে আসেন। জীবনের শেষ বয়সে পার্লামেন্ট ভবনে তাকে লেখনির দায়িত্বভার দেওয়া হয়। এই পদে কর্মরত অবস্থায় ১৯২৪ খ্রীঃ তিনি মারা যান।

সাহিত্য কর্মকান্ডঃ

আল-মানফালূতীর সাহিত্য নিদর্শন প্রতুল। এর কিছু তাঁর স্বরচিত ও কিছু অনুবাদকৃত। তার স্বরচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে النظرات তিন খন্ডে রচিত। এটি তাঁর আল-মুআইয়্যাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক রচনাবলীর সংকলন। এতে তিনি সাহিত্য রাজনীতি ও সমাজের বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মিশরের সামাজিক অবস্থা ও ঐ যুগে উপস্থিত বিপদাপদ, দুর্ভিক্ষ ও চারিত্রিক অবনতির চিত্রাঙ্কন করেছেন।

তাঁর অনুবাদকৃত নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে العبرات। এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পগুলি অনূদিত। অপর একটি গ্রন্থ أو سيرانو دي برجراك الشاعر এর রচনাবলী হতে অনূদিত। অন্য একটি অনূদিত গ্রন্থ হল في سبيل التاج যার মূল গ্রন্থের লেখক হলেন فرانسوا كوبيه । আর একটি গ্রন্থ الفضيلة أو بول وفرجيني হল এই মূল গ্রন্থটির লেখক হলেন برنردين دي سان بيار।এই ভাবে অন্য আর এক বিখ্যাত গ্রন্থ হল ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون যার রচয়িতা ألفونس كار।

সমাজ সংগঠক হিসাবে আল-মানফালূতী ঃ

আল-মানফালূতী উচ্চ মিশরের সামাজিক পরিবেশ তথা মিশরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল তা সংস্কার সাধনে জনগনকে প্রত্যক্ষ ভাবে আহ্বান করেন। অতঃপর তিনি এই মিশরীয় সমাজকে মহান সংস্কারক শাইখ মুহাম্মদ্ আব্দুহুর শিষ্যত্ব গ্রহনের প্রতি ডাক দেন ও সর্বোপরি তিনি জনগণকে তাঁর মনুষত্ববোধ ও সৎ ক্রীয়াবলীতে পরিপূর্ণ এক শুভাকাঙ্খী ও স্নেহশীল প্রকৃতির প্রতি আহ্বান করেন।

যারা আল-মানফালূতীর সামাজিক চিন্তাধারা অধ্যায়ন করবেন তারা তাঁর আত্মাকে পৃথক মনুষত্বের এক অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ, সামাজিক অত্যাচার, জীবনের নৈরাশ্যতা, পরস্পর কর্মক্ষেত্রে প্রতারণা ও দাম্পত্য জীবনের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দেখতে পাবেন। যেন মনে হবে মানব সমাজ এক নরক, আর মানুষ এর মধ্যে শিকারী নেকড়েদল এবং দুর্ভাগ্য এমন এক অংশ যেন সৌভাগ্য তাদের পাশে অবস্থানই করেনা। সর্বোপরি মনে হবে আল-মানফালূতী অন্ধকারাচ্ছন্নের মধ্যে অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেন ও সমস্ত মানুষকে কালো মেঘের মধ্য দিয়ে অবলোকন করেন।

এই ভাবে মানফালূতী "নৈরাশ্যবাদের" ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন ও সমস্ত ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ক্রন্দনময় এবং দুঃখজনক গল্পগুলির অনুবাদে সীমা অতিক্রম করেছেন।

এছাড়া তাঁর লেখনির পশ্চাতে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল ভালো জিনিস গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও মন্দবস্তু পরিবর্জন করা। তিনি পরোপকার, সৎ কার্যাবলী, প্রতিষ্ঠিত জীবন তথা মার্জনা, হিংসা পরিহার এবং গোঁড়ামি ও বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে থাকার প্রতি জনগণকে আহ্বান করেন।

আল-মানফালূতী সামাজিক চিন্তাধারায় এই ভাবে স্বতন্ত্রতা লাভ করেন যে তিনি অসহায় ও দূর্বল ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্নশীল। তার লেখনিতে দয়া ও করুণার বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি 'পরোপকার' রূপটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কিছুটা ভুল করেছেন। কেননা এতে তিনি মানুষের দোষ-ত্রুটি গুলি বেশি করে প্রকাশ করেছেন ও মন্দের ব্যাপারে আলোচনা ও প্রতিবাদ করতে গিয়ে অধ্যায় দীর্ঘায়িত করেছেন। এই কারণে তাঁর লেখনির মধ্যে প্রতিকারের তুলনায় দোষ-ত্রুটির প্রভাব বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

আল-মানফালূতি নিছক একজন গল্পকার। তবে তিনি সুন্দর ভাবে সামগ্রিক গল্পের উপস্থাপন করতে পারেননি। এমন কি গল্পের বিভিন্ন অংশের সুন্দর পরম্পরা রক্ষা করতে পারেননি। তিনি শিল্পকলার আনন্দ দানে কেবল মাত্র অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। (আমরা এও বলতে পারি যে) তিনি একজন অনুবাদক। তবে তিনি অনুবাদেও বিকৃতি ঘটিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি নিজ আশা-আকাঙ্খার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তিনি লিখতে ভাল পারতেন ও সঙ্গীতধর্মী নরম শব্দ ব্যাবহারে পারদর্শী ছিলেন যা অন্তরে গভীর প্রতিধ্বনী ও দীর্ঘ প্রভাব বিস্তার করত।

النظرات গ্রন্থের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু কাহিনীর ধাচে এসেছে যার সৌন্দর্য ও উত্তম উপস্থাপনা খুব পছন্দসই। তবে এর মূল বিষয় বস্তু দূর্বল। এর মধ্যে কল্পনার প্রসার নেই। কোন বস্তুর গভীর বিবেচনা ও সুন্দর চিত্রাঙ্কনে তার সুক্ষ্মতা নেই। এমনকি মানসিকতা বিশ্লেষনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা নেই যা মানুষকে শুধু প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে আত্মিক করে তুলে ও যার মধ্যে মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও অনুভূতি ধারাবাহিক ভাবে ফুটে উঠবে ও যা হবে একান্তই ন্যাচারাল, পাঠক তা জোর করে মেনে নিতে বাধ্য হবেনা এবং লেখক নিজ ইচ্ছা মত পথ অবলম্বন করবে না।

এতদসত্ত্বেও আল-মানফালূতির ভূমিকা সৌন্দর্য মন্ডিত ও প্রকাশভঙ্গি সুমিষ্ট ও অন্তরগ্রাহী। তাঁর গুনে ও বর্ণনায় রয়েছে এক উত্তম মতামত যা পাঠককে তাঁর সাহিত্য পাঠে ও সাহিত্যের রস আস্বাদনে ও গভীর আনন্দলাভে আগ্রহী ও তাঁর সান্নিধ্যে উপবেসনে আসক্ত করে তুলে।

এভাবে বলা যেতে পারে যে মানফালূতি একজন যাদুকরী লেখক যার বর্ণনা ভঙ্গিতে কোন অস্থিরতা, দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা নেই। প্রকাশ ভঙ্গিতে তিনি অসাধারণ ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছেন। কথার ধরণকে ছন্দময় ও সঙ্গীতধর্মী করে তোলাই ছিল তার প্রধান লক্ষ, যার ফলে শব্দের সঙ্গে বর্ণনার মিল হত। এই কারণে তিনি প্রতিশব্দের ব্যাবহার করে 'ইতনাব' এর আশ্রয় গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁর লেখনিতে একই অর্থ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায় অথবা একই অর্থ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তার

লেখনিতে অর্থগত ভাবে গভীরতা দান এবং বিস্তৃত দিগন্তের সন্ধান দেওয়ার চেয়ে রূপের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা বেশি মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায় ।

البَعُوْضُ وَالاِنْسَانُ

جلستُ ليلةَ أمسِ إلى مِنْضَدَتِي و علَقتُ قلمِي بين أصَابِعِي . انشأتُ أفكِرُ في المَوضُوْعِ الّذي يَجملُ بي أن أكْتُبَ فيه .. و تِلْكَ عَادَتِي التي يَعرِفُها عنّي كثيرُ من خُلطائي و عُشرائي: أنّني لا أميلُ إلى الكتابةِ في بياضِ النهار، و لا أحِبُّ أن أخطَّ حرفًا على ما أحِبُّ و أرتضي إلّا في ظلام الليل و هدوئه.

মশা ও মানুষ

গতকাল রাত্রে আমি ডেস্কের নিকট বসলাম। কলমটি আবদ্ধ করলাম আমার আঙ্গুলের মাঝে। লিখার জন্য একটি উপযুক্ত বিষয়বস্তু ভাবতে শুরু করলাম। আমার এমন অভ্যাস যা বন্ধু ও সহচরেরা অবগত আছে, তা হল এই যে আমি দিনের শুভ্র আলোতে লিখতে আগ্রহী নই। এমনকি যা লিখতে পছন্দ করি ও সন্তুষ্ট বোধ করি তা রাত্রির অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা ব্যাতীত একটি বর্ণও লিখিনা।

و لا يظنّ المُوْلَعُوْنَ بإكتناه الحقائق و إستشفاف الضمائر من إخواننا الفضوليين أنّني أُريدُ بذلك مراعاة النظير بين سواد المِداد و سَوَاد الظلام، أو أنّني أترقّبُ طلوع النجم لأتسلّق أشعته إلى سماء الخيال. فكلّ ذلك لم يكنْ، و ليس في النّاس من هو أدرى بدخيلة أمري منّي، و كلّ ما في المسئلة أن هذه عادتي و تلك طريقتي، و كفى.

আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে যারা সত্যতাকে খুঁজে পেতে চায় ও অন্তরের অবস্থা উম্মোচন করার বাসনা রাখে তারাও ধারণা করতে পারেনা যে, আমি এর দ্বারা অন্ধকার ও কালির কালো রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করতে চাই। অথবা আমি নক্ষত্র উদিত হওয়ার অপেক্ষা করি এই জন্য যে তার কিরণকে সঙ্গে নিয়ে আমার কল্পনার গগনে পাড়ি দিতে চাই। কিন্তু এমন কিছু হয়ে উঠলনা। আমার অন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে অধিক অবগত আমি ব্যাতীত আর কেউ নেই। তবে সব ব্যাপারে এমনটাই আমার অভ্যাস, আর এরকমই আমার পন্থা, আর এটাই যথেষ্ট।

لم أكد أفْرغُ من التفكير في الموضوع حتى شعرتُ بطنين البعوض في أذني، ثمّ أحْسَسْتُ بلذعاته في يدي، فتفرّق من ذهني ما كان مجتمعا وتجمع من هِمّتي ما كان مفترقاً. ولم أرَ بدًا من إلقاء القلم و إعداد العدّة لمُقاوَمَةِ هذا الزائر الثقيل.

একটি (যুতসই) বিষয়বস্তু চিন্তা করতেই মশার গুনগুন শব্দ আমার কানে এলো। ততক্ষনাৎ হাতে এর জ্বালা অনুভব করলাম। ফলে মাথার মধ্যে যা কিছু একত্রিত হলো তা হারিয়ে গেল ও নানান বিক্ষিপ্ত বস্তুসমূহ চিন্তার মধ্যে স্থান দখল করল। অবশেষে কলম রেখে দিয়ে এই ভারী ভ্রমণকারী (মশার) মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।

طَارَدْتُهُ بالمذبّة فما أجدى ذلك نفعاً لأنّه على طيران أقوى منّي على المطاردة. و فتحتُ النوافذَ لأُخْرِجَ ما كان داخلًا ، فدخل ما كان خارجاً. و حَاوَلْتُ قتلَه فوجدته مبعثرًا. و لو كان مجتمعاً في دائرةٍ وَاحِدَةٍ لهلك بضربة واحدة . ولَم . أرَى في حياتي أمّة ينفعها تفرّقها و يُؤْذِيها تجمّعها غير أمّة البعوض، فما أضْعَفَ هَذَا الإنسانُ. و ما أضلّ عقله في إغتراره بقوّته و إعتداده بنفسه، و إعتقاده أن في يَدِه زمام الكائنات يصرفها كيف يشاءُ و يُسيِّرها كما يريد ! و أنّه لو أراد أن يذهب بنظام هذا الوَجُودِ، و يأتي له بنظامٍ جديدٍ لمَا كان بينه و بين ذلك إلّا أن يرسلَ أشعّة عقله دفعة واحدة، و يُشْحِذَ سيف ذكائه، و يبتعث عزيمته و يقتدِحَ فِكْرَته.

মশা মারার ব্যাট দিয়ে আমি তাকে তাড়ালাম কিন্তু কোনো লাভ হলনা। কেননা উড়ে যেতে সে আমার থেকে বেশি সক্ষম। গৃহের অভ্যান্তর ভাগের মশাগুলি তাড়ানোর জন্য জানালাগুলি খুলে দিলাম কিন্তু বাইরের মশা গুলিও ভিতরে প্রবেশ করল। আমি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলাম কিন্তু সেতো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সে যদি একটি গোলাকৃতির মধ্যে থাকত তবে এক ঝাপটেই তাকে হত্যা করতাম। মশা ব্যতীত আমি এমন কোন সম্প্রদায় দেখিনি যাদের পৃথক হয়ে অবস্থান করাটা উপকারে আসে বরং একত্রিত হওয়াটাই তাদের কষ্টের সম্মুখীন করে তুলে। নিজেদের প্রস্তুত থাকা সত্বেও মানুষ ধোকা খাওয়ার ব্যাপারে কতইনা দূর্বল ও কম বিবেক সম্পন্ন। অথচ সে এটাও বিশ্বাস করে যে সমগ্র বিশ্বের লাগাম তার অধীনে ও সে ইচ্ছামত একে পরিচালিত করতে পারে। এমনকি সে যদি চায়, যে সমগ্র বিশ্বের কর্মপদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে নতুন কর্মপদ্ধতির অস্তিত্ব আনয়ন করবে, এতে তার জ্ঞানের শুধু মাত্র একটি কিরণ প্রজ্জ্বলিত করলেই তা সম্ভব হবে ও তার বিচক্ষণতার তরবারিটি শান দিতে হবে, তার দৃঢ় ইচ্ছায় অটল থাকবে ও নিজের চিন্তা শক্তি কাজে লাগাবে।

يزعم ذلك .و هو يعلم أنّه أضعف من أن يحتال لنفسه في مُدَافَعَةِ أصغرِ الحيوان جسمًا و عقلًا . و أدناها قيمةً و شأنًا . بيد أنّه يعلم ذلك بلِسانِه. و في فلتات وهمه. و لو علّمه علمًا يتغلغل في نفسه، و يتمثّل في سويداء قلبه لكفكف من غلوائه. و خَفَضَ مِن كبريائه . و عَلِمَ عِلم اليَقِين أنّ الإنسانَ العاقلَ. و الحيوانَ الملهمَ و البناتِ الناميَ. و الجمادَ الجامدَ . سواءٌ بين أيدي القوّة الالهيّة الكبرى. ألّتي لا ينفع نفعها حَوْلٌ وَ لاَ قُوَةٌ.

সে এমনটা ধারণা করে অথচ এটাও জানে যে একটি ক্ষুদ্র শরীর বিশিষ্ট স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী প্রাণীদের তাড়ানোর ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করতে কতইনা সে দূর্বল। বিষয়টি সে মুখে স্বীকার করলেও ভুল ধারণার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে। অথচ সে যদি নিজেকে অন্তরে প্রবেশ করানোর মত শিক্ষা দেয় ও অন্তরের অন্তঃস্থলে তা স্থান পায় তবে অবশ্যই বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করবে ও অহংকার বর্জন করবে ও নিশ্চিৎ জেনে যাবে যে একজন বিজ্ঞ মানুষ, ইলহাম করা জীব, বর্ধনশীল উদ্ভিদ ও জড়বস্তু সেই মহান ঐশ্বরিক শক্তির সম্মুখে সমান অর্থ রাখে। তিনি এমন এক সত্বা যাকে (বিশ্বের) কোনো বল বা শক্তি উপকার পৌছাতে পারেনা।

علمت أنّي عَيَيْتُ بأمر هذا الحيوان، فلُذْتُ بجانب الصبر. و الصبر ـ كما يعلم معشر الصابرين ـ حجّة العاجز. و حِيلة الضعيف و أيسر ما يستطيع أن يدفعَ به دافعٌ عن نفسه ملامةَ اللائمين . و فضولَ المتطفّلين . و قلت في نفسي :لو كان البعوض يفهم ما أقول لقصصت عليه قصّتي . و شرحت له عذري .و سألته أن يمنحني ساعة واحدة أقوم فيها بكتابة رسالتي هذه . ثمّ هو بعد ذلك في حلّ من جسمي و دمي . ينزل منهما حيث يشاء . و يمتصُّ منهما ما يشاء . و لكنّه- و يا للأسف - لا يسمع شكاتي . و لا يرحم ضراعتي و لا يفهم قيمة المروءة . لأنّه ليس بإنسان .

প্রাণীটিকে তাড়ানোর ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে গেলাম। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ধৈর্যের স্বাদ গ্রহণ করলাম। আর ধৈর্যধারণকারীদের অভিজ্ঞাতয় এটি (ধৈর্য) হল অক্ষমের হাতিয়ার, দূর্বলের কৌশল। এমনকি এর মাধ্যমে একজন প্রতিরোধকারী ভর্ৎসনাকারীর তিরস্কারকে প্রতিহত করে ও বাচ্চাসুলভ আচরণ করে। এমতাবস্থায় আমি মনে মনে বললাম, হায়! মশা যদি আমার কথা বুঝতে পারত তাহলে তাকে আমার মনের কথা ব্যাক্ত করতাম ও তার কাছে আমার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করতাম। এমনকি আমার পত্রটি লিখার জন্য এক ঘন্টা সময় চাইতাম। অতঃপর তার ইচ্ছানুযায়ী আমার রক্ত ও শরীরে অবতরণ করত ও

তৃপ্তিসহকারে রক্ত পান করত, কিন্তু কতইনা আফসোস! সে আমার অভিযোগে কর্ণপাত করলনা, আমার দুর্বলতার উপর দয়ার্দ্র হলনা ও মানুষত্বের মূল্য দিলনা কারণ সে তো আর মানুষ নয়।

أحسب أن لذعات البعوض قد أخذت مأخذها من عقلي و فهمي، و أني قد بدأت أهذي هذيان المحموم فمن أين لي أن لو كان البعوضُ إنساناً كان يسمع شكاتي و يكشف ظلامتي، أو أنّه يفهم معني الرحمةِ و يَعْرِفُ قيمة المروءة، و متى كان الإنسانُ أحسن حالاً من البعوض و أرحم منه قلبًا و أشرف غاية ، فأتمنّى لو كان مكانة ؟ بل، و من أين لي أن هذا الّذي أحسبه بعوضًا ليس بإنسان قد تقمّص جسم البعوض و تمثّل لي في صورته الضئيلة و جناحه الرّقيق ؟ و أيَ غرابة في أن أتخيّلَ ذلك ما دام الإنسانُ و البعوضُ سواء في حبّ الشرّ و الميل إلى الأذى ، و ما دامت الصورةُ الجثمانيّةُ لا قيمة لها في جانب الجواهر الذاتيّة ، و الأجزاء المقوّمة للماهيّة ؟

أيَ قيمة لما يمتصّه البعوضُ من جسم الإنسان مجتمعًا في جانب ما يمتصّه القاتل من جسم المقتول منفردًا؟

আমি অনুভব করলাম যে মশার কামড় যন্ত্রণা আমার মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করল। ফলে জ্বরাগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় আমি প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলাম। আর এটাই বা কিভাবে হতে পারে যে মশা যদি মানুষ হত তাহলে সে আমার অভিযোগ শ্রবণ করত ও আমার অন্ধকার দূর করত অথবা সে অনুকম্পার অর্থ বুঝতে পারত ও মানবতার মূল্য চিনতে পারত? মানুষ কখনই বা মশার থেকে উত্তম অবস্থায় ছিল অথবা অন্তরের দিক দিয়ে অধিক দয়ার্দ্র ও উদ্দেশ্যে সৎ ছিল, তার ফলে আমি তাকে (মশাকে) মানুষের স্থলে আকাঙ্খা করব? বিষয়টি আমার নিকট এমন যে, যাকে আমি মশা ভাবছি সে ঐ রকম মানুষ নয় যে (মানুষ) নিজেই মশার আকৃতি ধারণ করে ও আমার সামনে দুর্বল আকৃতিতে সূক্ষ্ম ডানার রূপ ধরে উপস্থিত হয়।

কি অদ্ভুত ব্যাপার! মশা ও মানুষ উভয়েই অনিষ্টের প্রেমিক ও কষ্টদাতা হিসাবে সমান ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে এ শারীরিক আকৃতির ও সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও কোন মূল্য নেই।

إنّ البعوض في إمتصاصه الدم م الجسم أقلّ من القاتل ضررًا و أشرفُ غايةً ، و أجمل مقصداً ، لأنّه ان أذى الجسمَ فقد أبقى على الحياةِ ، و لأنه يطلب عيشه الّذي يحيا به .

و هذا طريقه الطبيعي الّذي لا يعرف له طريقًا سواه و لا يستطيع أن يرى لنفسه غيره و لو إستطاع لعافت نفسُه أن يكون كالإنسان يتطوّع للشرّ و يتعبّد بالضرّ".

শরীর থেকে রক্ত শুষে নেওয়ার ব্যাপারে মশা একজন হত্যাকারী থেকে কম ক্ষতিকারক। তার লক্ষ্য সৎ ও উদ্দেশ্য সুন্দর। মশা শরীরে কষ্ট পৌছালেও মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখে। সে জীবনোপকরণের ঐ টুকুই পেতে চায় যা জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া তার কোন পথ নেয়। যদি তার পক্ষে সম্ভব হত তবে অনিষ্টের পূজারী মানুষের মত হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখত।

إنّي وجدتُ بين الإنسان و البَعوضِ شبهًا قريبًا في صفات كثيرة , أنا ذاكر لك طرفاً منها و تارك لفطنتِك الباقي.

البعوض يمتصُّ من الدّم فوق ما يستطيع إحتمالَه، فلا يزال يشرب حتّى يمتلئ فينفجر. فهو يطلُبُ الحياةَ مِنْ طريقِ الموتِ. و يفتشُ عن النجاةِ في مكانِ الهَلاكِ. و هو أشبه شيء بِشارِبِ الخمرِ: يتناول الكأس الأولى منها. لأنّه يرى فيها وَجْهَ سُرُوْرِه و صُوْرَةَ سَعَادَتِهِ. فتُطمعه الأولى في الثانيَة، و الثانيةُ في الثّالثةِ، ثمّ لا يزال يلِحّ بالشّراب على نفسه حتّى يُتْلِفَها و يُوذي بها، من حيث يظنّ أنّه ينعشها، و يجلب إليها سرورَها و هنائها.

নানান দিক দিয়ে আমি মশা ও মানুষের মধ্যে নিকট সমাঞ্জস্য লক্ষ্য করতে পারি। কিছুটা আমি উল্লেখ করব ও অবশিষ্টাংশ আপনার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে অনুধাবন করার জন্য ছেড়ে দিব।

মশা নিজ প্রয়োজন থেকে অধিক রক্ত পান করে। (সুযোগ পেলে) সে এতটা রক্ত পান করে যে শেষ পর্যন্ত তার শরীর ফেটে পড়ে। মৃত্যুর পথ ধরে সে জীবন পেতে চায়, আর মুক্তির সন্ধান করে ধ্বংসের জায়গার। এদিক দিয়ে সে মদ্যপায়ীর সমতুল্য। সে প্রথমবার পান পাত্র গ্রহণ করে কেননা এতে আনন্দ খুজে পায়। ফলে প্রথম পান করা দ্বিতীয় বার, দ্বিতীয় বার পান করা তৃতীয় বার পান করতে তাকে আগ্রহী করে তুলে। এভাবে সে বারংবার পানে আসক্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে ধ্বংস করে দিতে ও কষ্ট দিতে পিছু পা হয় না। অথচ এর মধ্যে সে ধারণা করে যে, আনন্দ ও প্রশান্তি তার নিকট বেসাতি জমিয়েছে।

البعوض سيّء التصرّف في شُؤُوْنِ حياتِه. لأنّه لا يسقط على الجسم إلّا بعد أن يدلّ على نفسه بطنينه وضوضائه. فيأخذ الجالسُ منه حذره و يدفعُه عن مطلبِهِ. أوْيفتكُ به

قبل بلوغِه إليه. فمثله في ذلك كمثل بعض الجهلة من أصحاب المطالب السياسيّة ؛ يطلبون المآرب النافعة المفيدة لأنفسهم ولأمتهم غير أنّهم لا يكتمونها. و لا يُحسنون الإحتفاظ بها في صدورِهم. و لا يبتغون الوسيلة إليها إلّا بين الصُراخِ و الضَّجيجِ. و لا يمسكون بالحلقة الأوْلى من سلسلتها حتّى يملأوا الخافقين بذكرها. ويشهدوا الملأ الأعلى و الأدنى عليها. و هنالك يدرك عدوّهم مقصدَهم . فيعد له عدّته و يتلمّس وجه الحيلةِ في إفسادِهِ عليهم هادئًا ساكنًا من حيث لا يَشْعُرُونَ.

মশা তার জীবনের প্রতি মন্দ আচরণ করে কেননা কারো শরীরে বসার পূর্বেই ভনভন্ শব্দ করে। ফলে উপবিষ্ট ব্যক্তি সতর্ক হয়ে যায় ও মশার উদ্দেশ্য পূরণের পূর্বেই তাকে তাড়িয়ে দেয় অথবা তার নিকট পৌছানোর পূর্বেই তাকে তাড়িয়ে দেয় অথবা তার নিকট পৌছানোর পূর্বেই তাকে হত্যা করে। এ সময় তার (মশার) উদাহরণ ঠিক অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মত। যারা নিজের ও জনগণের জন্য সৎ ও উপাদেয় উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে চায় অথচ তাদের উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখেনা, তাদের সৎ অভিপ্রায় অন্তরে সুরক্ষিত অবস্থায় ধরে রাখতে পারে না। তারা নিজেদের লক্ষস্থলে পৌছেনোর কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে। প্রত্যেক সভাসমিতিতে তাদের সমর্থকরা একথার বুলি আউড়াতে থাকে। ছোট বড় সমস্ত নেতৃবৃন্দ তাদের উত্তম কার্যাবলী সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি গুলি বুঝে যায় ও (বিরোধীতার) প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরী করে ও তাদের বিরুদ্ধে ধীর সুস্থে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, যা তারা টেরও করতে পারে না।

فهو كذلك الصاحب ألّذي يسرّك منظره، و
البعوض خفيف في وطأته، ثقيلٌ في لذعته.
يسوءك مخبره ! يلقاك بإبتسامة هي العذبُ الزلال رقّةً و صفاءً. و السحر الحلال جمالاً و
بهاءً. و بين جنبيه في مكان القلب صخرة لا تنفذها أشعّة الحبّ. و لا تشرب إليها سلسبيل
الوفاء. يقول لك : إنّي أحبُّكَ ليغلبك على قلبك. و يملك عليك نفسك . فإن تمّ له ما تمّ
أراد سلبك مالَك إن كنت من ذوى المالِ. وجاهَك إن كنتَ مِنْ ذوى الجاهِ. فإن لمْ تكُنْ هذا
أو ذاك أغراك بالسَّيْرِ في طَرِيْقٍ يُسقط مُرُوْءَتك. و يثلم شرفك. فإن فاته ما يشفي به داء
بطنته. لا يفوته ما يطفيء به نار حقده و موجدته.
لا يَزَالُ البعوضُ مُلحًا في مُهَاجَمَتِي. فلا طاقةَ لي بِكِتَابَةِ سَطْرٍ وَاحِدٍ ممّا كتبتُ.

والسّلام.

মশার চলন ধীর গতি সম্পন্ন হলেও তার কামড় খুব যন্ত্রণা-দায়ক। সে ঐ ব্যক্তির মত, যার দর্শন তোমার নিকট মনোরম কিন্তু ওর খবর দুঃখজনক। তোমার সঙ্গে হাস্যমুখে ওর সাক্ষাৎ সুক্ষতা ও স্বাচ্ছন্দের বিচারে যেন তোমাকে মিষ্টভাবে পদস্খলন করানো ও সৌন্দর্যে দিক দিয়ে আশ্চর্য করে দেওয়ার মত এক মায়াবী শক্তি। তার অন্তরে আছে একটি মসৃণ পাথর যা ভালোবাসার কিরণও তা ভেদ করতে অক্ষম, বিশ্বস্ততা সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সে তোমাকে (প্রলোভন দেখিয়ে) বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি', এটা এ জন্য যে তোমার হৃদয়ে সে প্রভূত্ব করতে চায় ও তোমার অন্তরের মালিক হয়ে যেতে চায়। সে যখন নিজ উদ্দেশ্যে সফল হয় তখন তুমি বিত্তশালী হলে সে তোমার ধন পেতে চায়, যদি সম্মানী হও তবে তোমার সহচার্যে সম্মান পেতে চায়। আর চলার পথে এগুলি যদি পেতে অসমর্থ হয় তবে তোমার মানুষত্বে আঘাত হানে, তোমার অদ্ধতায় ছোবল মারে। কেননা তার পেটের অসুখ আরোগ্য করার মত কিছু না পাওয়া গেলেও হিংসার আগুন নিভানোর মত তার কাছে আর কিছুই থাকেনা।

এভাবে মশা অনবরত আমাকে দংশন করতে থাকল। ফলে যা লিখব বলে ভেবেছিলাম তার এক লাইনও লিখতে পারলাম না।

অস্-সালাম।

M.C.Q

1. Choose the correct answer of the following questions:

Q/1. البعوض و الإنسان is written by-

a. طه حسين b. المنفلوطي c. شكيب أرسلان d. أحمد أمين

Q/2. البعوض means-

a. Human being b. Something c. Butterfly d. Mosquitoes

Q/3. Singular Number of the word البعوض is-

a. بعض b. أبعَضٌ c. بَعُوْضَةٌ d. بعَاضٌ

Q/4. The source book of the story البعوض و الإنسان is-

a. النظرات b.العبران c. في سبيل التاج d.كتاب الحيوان

Q/5. البعـوض والإنســان –the story has been taken from النظـرات volume No.-

a. 3 b.2 c.1 d.4

ANSWER:

1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5.c

2. Give answer of the following questions:

A. Write down the life sketch of the writer المنفلـوطي and coment upon his writings.

B. What are the similarities between Mosquitoes and a human being, discuss it according to the text"البعوض والإنسان" .

C. Write down the summery of the story "البعوض والإنسان" .

D. When did مصـطفى لطفـي المنفلـوطي prefer to write down any arricle? Why did he fail to write his article?